47 আজকের কাগজ

তারিখ 30.SEP 1991 … পৃষ্ঠা 4 … কলাম 2

শ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন ঃ কিছু কথা

হরিপদ ভট্টাচার্য

প্রতি বছর কম করে হলেও কুড়ি জন ছাত্র–ছাত্রী এম, ফিল/পি, এইচ, ডি ডিগ্রী অর্জন করছে তার জন্য ছাত্রদের প্রতি প্রশংসাসূচক কোন বক্তব্য নেই–আছে শুধু ছাত্ররা সন্ত্রাস করে, বোমা বানায়, সেশন জ্যামে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের পথে, বিশ্ববিদ্যালয় এখন ডাকাতদের গ্রাম–এমনি বক্তব্য। আমার এ লেখা অনেকেরই খারাপ লাগবে হয়ত। কিন্তু যখন সমালোচনা করবেন তখন এর দু'দিকই আলোচনা করা উচিত।

গের এক শিক্ষকের ঘরে বসে (কলা ভবনে) ম আমরা কয়েকজন শিক্ষক। এমন সময় র ঢোকে আমাদের অনুমতি নিয়ে। ছাত্র দুটি দ্যালয়েই পড়াশোনা করছে। একজন রাষ্ট্র ন্যজন ইতিহাসে। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে াদিকতার কাজ করে। তারা সাপ্তাহিক একটি সাথে সম্পৃক্ত। তাদের পরিচয় জানার পর মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো তাদের ের উদ্দেশ্য কী? উত্তরে একজন বললো, "স্যার, দের পত্রিকা কবি ফররুক আহমেদের উপর একটি ষ প্রতিবেদন ছাপাবে। আমরা বাংলা বিভাগের য়েকজন শিক্ষকের কাছ থেকে জানতে এসেছি কবি'র 'কবর'' কোথায় হয়েছিলো। তিন–চারজন স্যারকে জিজ্ঞাসা করেও সঠিক 'কবর স্থান' জানতে পারিনি। তাই এলাম আপনাদের কাছে।" আমি তো শুনে তাজ্জব হয়ে যাই। একজন মানুষের জীবনে এতকিছু থাকতে, বিশেষ করে একজন কবির, সেখানে তাঁর 'কবর' কোথায় এই তথ্যটির উপর এত গুরুত্ব কেন। সন্দেহের চোখে ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করলো একজন শিক্ষক, "বলুন তো এ প্রশ্নের পেছনে কোনো মতলব আছে কিনা"? অনেকক্ষণ জেরার পর ছাত্রটি বলতে বাধ্য হলো, "স্যার, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকদেরকে দিয়েই প্রমাণ করতে চাই তাঁরা কতো অযোগ্য শিক্ষক, একজন কবির 'কবর' কোথায় তাও জানেন না তারা"। আমি খানিকটা উত্তেজিত হয়েই বলেছিলাম, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল কিছু আপনাদের চোখে পড়ে না, বাংলার শিক্ষক কি তামাম দুনিয়ার সকল কবি সাহিত্যিকদের যাবতীয় খবরা–খবর রাখতে বাধ্য? কোন একটা বিষয় না জানলে ঐ শিক্ষক কি অযোগ্য হয়ে গেল"?

এই হলো বাংলাদেশের নব্য সাংবাদিকদের রিপোর্টিং–এর ধরন। যেখানে শুরু থেকেই ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি নিয়ে পেশার শুরু সেখানে আগামী দিনগুলোতে তাঁদের কাছ থেকে জাতি কি আশা করতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। একটা বিষয় হয়ত সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন– যারা প্রতিদিনের খবরের কাগজ কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো পড়ে থাকেন, শিক্ষা সংক্রান্ত, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন যা বিভিন্ন সময়ে ঐ সকল পত্রিকায় ছাপানো হয়, তার অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের খারাপ কোন ঘটনা নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খারাপ কোন সংবাদ ছাপাতে কিংবা প্রতিবেদন লিখতে প্রায় সকল বাদিকই এত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন যেন মনে হয় াধ্যমে তারা বিরাট কিছু একটা পেয়ে যাবেন কিংবা ন আগামীতে। সন্ত্রাস, কতদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ গন হলে মেয়ে ঢুকলো, কোন শিক্ষক পরীক্ষায় রলো, কতজন শিক্ষকের তৃতীয় শ্রেণী আছে ক্ষকরা কেন ক্লাস নেয় না, কোন শিক্ষক থ অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, পরীক্ষায় র্দক শিক্ষক লাঞ্ছিত ইত্যাদি অসংখ্য ত্র–পত্রিকায় একটা না একটা খবর ই। নিজেদের মন [illegible] তিনকে নয়, এ জাতীয় লেখা লিখে জাতীয় পুরস্কারও পাচ্ছে অনেকে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ পর্যন্ত কোন প্রতিবেদন কোন সাংবাদিক প্রণয়ন করেনি যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ কিছু ভাল দিক স্থান পেয়েছে অথচ একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই এমন কিছু ভাল দিক অ দিয়ে হাজারও প্রতিবেদন তৈরী করা সম্ভব। কতি ভালদিকের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে চাই। প্রথমেঃ শিক্ষকদের কথা বলছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় বারোশো– যাদের মধ্যে শতকরা ষাট ভাগেরও অধিক শিক্ষকের শিক্ষা জীবনের চারটি পর্যায়েই প্রথম শ্রেণী আছে, পাঁচশোরও বেশি শিক্ষক 'পি, এইচ, ডি' ডিগ্রীপ্রাপ্ত, বহু শিক্ষকের দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্বীকৃতমানের জার্নালে পঞ্চাশটি'রও অধিক লেখা ছাপানো হয়েছে। দুইশোরও অধিক শিক্ষকের একের অধিক প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজীতে গ্রন্থ আছে– যা পড়ে নব্য সাংবাদিকরা তাদের সার্টিফিকেট অর্জন করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে লিখছে প্রতিদিন। এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা কোন দিন ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লাস ফাঁকি দেননি, অথচ তাদের কাহিনী কেউ লেখেন না, বিসিএস পরীক্ষায় ভালভাবে পাস করেও ঘুষের চাকুরীতে যাননি– এরকম শিক্ষকও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। অথচ দুই একজন চলে গেলেই কলংকে জড়িয়ে দেয়া হয় সকল শিক্ষককে। আজ পর্যন্ত কোন সাংবাদিক এমন কোনো প্রতিবেদন প্রণয়ন করেনি যেখানে স্থান পেয়েছে পি, এইচ, ডি–প্রাপ্ত শিক্ষকদের গবেষণার বিষয়বস্তু কি ছিলো এবং তা নিয়ে বাংলাদেশের কি উপকার হবে। বরং ছাপিয়েছে কে থিসিস চুরি করেছে [illegible] পি, এইচ, ডি ডিগ্রী

তাঁদের জন্য কোন খবর নেই, খবর প্রকাশিত হয় শিক্ষকরা কেন কনসালট্যানসি করে। অথচ কনসালট্যানসি করছে এরকম শিক্ষকের সংখ্যা বড় জোড় পঞ্চাশের মতো হবে। নির্ধারিত সময়ে খাতা দেখে জমা দেয়নি– এরকম অধ্যাপক হাতে গোণা যাবে। কিন্তু তাঁদেরকে নিয়েই বিরাট প্রচ্ছদ এবং প্রতিবেদনের লক্ষ্য থাকে। যেন সকল শিক্ষকই নির্ধারিত সময়ে খাতা দেখে জমা দেয় না। "আজকের কাগজ"–এ গত ২৩/৯/৯১ তারিখে চিঠি পত্রের কলামে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক অভিভাবক কৈফিয়ৎ চেয়েছেন শিক্ষকরা ক্লাস নেন না কেন? ভাবখানা এরকম যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকই ক্লাস নেন না। ঐ অভিভাবকের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনার ছেলেরা যে সন্ত্রাস করে যাচ্ছে বছরের পর বছর, তার জন্য ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেন না কেন? বলবেন, 'আপনারা তাহলে কেন আছেন?' কিন্তু ভাইসাব, আমরা কিছু বললেই তো বিপদ। হয় পিস্তল দেখাবে, নয় গালি গালাজ করবে নতুবা রুমে এসে একটা আপনার মতো বেনামী চিঠি রেখে যাবে– যাতে থাকবে অশ্লীল কতিপয় শব্দ এবং জীবননাশের ঘোষণা। সকল ছাত্রই যে তা করে বেড়ায় সে কথা বলবো না, কিন্তু হাঁড়ির একটি ভাত টিপলেই তো বাকীগুলোর ধারণা পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বারোশো মাষ্টারের মধ্যে কেবলমাত্র তিনশো শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আবাসিক এলাকায় থাকে, আর বাকীদের থাকতে হয় ভাড়াটে বাড়িতে, যেখানে বেতনের সিংহভাগ চলে যায়। কিন্তু এ নিয়ে তো আজ অবধি কেউ লেখেনি। অনেক অধ্যাপক যাঁর মূল বেতন ছয় হাজার টাকা (সচিবদের [illegible]য়) তাঁরা [illegible] কবুতরের মতো একটা ছোট ঘরে [illegible]

লেখেন শিক্ষকরা রাজনীতি আর দলাদলিতে ব্যতিব্যস্ত। ফিরিস্তি লম্বা করে লাভ নেই। কারণ অনেকেই বলবেন এ গুলো জাতীয় সমস্যা।

ছাত্র–ছাত্রীদের কথায় আসা যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তারা হয়ত লক্ষ্য করবেন, কোন বিভাগেই পাসের হার শতকরা ৯০ ভাগের নিচে নয়। অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার খেয়েও ছাত্র–ছাত্রীরা যে এত ভাল ফলাফল করছে তার জন্য কোন প্রশংসা সূচক প্রতিবেদন নেই, কিভাবে গৃহ শিক্ষকতা করে পড়াশোনার খরচ মেটাচ্ছে তা নিয়ে খবর হয় না, রাত দুটো পর্যন্ত প্রতিটি হলের অনেক কক্ষে বাতি জ্বালিয়ে ছাত্ররা কি করে তা নিয়ে আলোচনা হয় না, পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে যাবার জন্য আজকাল ছাত্র–ছাত্রীরা যে মিছিল বের করে তা নিয়ে রিপোর্ট লেখা হয় না, প্রতি বছর কমকরে হলেও কুড়ি জন ছাত্র–ছাত্রী এম, ফিল/পি, এইচ, ডি ডিগ্রী অর্জন করছে তার জন্য ছাত্রদের প্রতি প্রশংসা সূচক কোন বক্তব্য নেই– আছে শুধু ছাত্ররা সন্ত্রাস করে, বোমা বানায়, সেশন জ্যামে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের পথে, বিশ্ববিদ্যালয় এখন ডাকাতদের গ্রাম– এমনি বক্তব্য। আমার এ লেখা অনেকেরই খারাপ লাগবে হয়ত। কিন্তু যখন সমালোচনা করবেন তখন এর দু'দিকই আলোচনা করা উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত একপেশে রিপোর্ট প্রকাশ করে কি প্রকারান্তরে শিক্ষা জীবনকে আরো অধিকতর খারাপের দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে না? হাজারও সমস্যার মধ্যে এখনও যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক মেধার বিকাশে সাহায্য করে যাচ্ছে, সে সংক্রান্ত কিছু প্রতিবেদন পত্রিকায় আসা কি উচিত নয়? কিন্তু আমাদের সমালোচক মহলে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিভাবে এবং কতভাবে হেয় করা যায়, তা যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিপদের সময় সকলেই জড়ো হয় কলাভবনের বটতলায়, ধরনা দেন স্যারদের কাছে। ছাত্রদেরকে অনুরোধ জানানো হয় মিছিল করার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ফায়দা নিয়ে তার বিরুদ্ধেই প্রথম আঘাত– এ কেমন মানসিকতা? জাতীয় অভিভাবক সমিতি নাকি আছে। কিন্তু তাদের কি লজ্জা করে না, যখন তাদের ছেলেরাই শিক্ষকের বাসা ঘেরাও করে, টেলিফোন লাইন কেটে দেয়, তাঁদের সন্তানকে হাইজ্যাক করে? কেমন অভিভাবক তাঁরা যে একজন ছেলেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না? অথচ সব দোষ মাষ্টারদের। আজ পর্যন্ত তো একজন অভিভাবক অন্ততঃ আমার বিভাগে এসে খবর নেননি তাঁর ছেলে–মেয়ে কেমন পড়াশোনা করছে। আসেন তখন, যখন বিপদে পড়েন। জেল থেকে ছাড়াতে হবে কিংবা একটা চাকুরী ঠিক করে দিতে হবে। তাই বলছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এমনি একপেশে ঋণাত্মক রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশের সময় আমরা যেন ভুলে না যাই, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবদান– যাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতার ফল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ এবং সাম্প্রতিককালের বেপরোয়া গণতন্ত্র চর্চা।

হরিপ[illegible]ট্টাচার্য • কলাম লেখক। সহকারী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ,